যুগান্তর

তারিখ ... 31 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২৩... কলাম ...৬...

এইচএসসি শুরু কাল

ঝরেপড়া শিক্ষার্থী এবার ২ লাখ

যুগান্তর রিপোর্ট

এইচএসসিতে ঝরে পড়ল ২ লাখ ১০ হাজার শিক্ষার্থী। মাত্র দু'বছর আগে এসব শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির পর নিবন্ধিত হয়েছিল। কিন্তু আগামীকাল শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায় তারা অংশ নিচ্ছে না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, এইচএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার বিষয়টি বড় চ্যালেঞ্জ। সাধারণত ছাত্রীদের বিয়ে, দারিদ্র্যের কারণে ছাত্রদের কর্মজীবনে প্রবেশসহ নানা রূঢ় বাস্তবতার কারণে এই ঝরেপড়ার ঘটনা ঘটে। এবারের এই ঝরেপড়ার কারণ খুঁজে বের করা হবে। যদি কোনো কলেজের গাফিলতির কারণে কেউ ঝরে পড়ে, তাহলে তাদের এর হিসাব

শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

শিক্ষার্থী : ঝরেপড়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দিতে হবে। এইচএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে সোমবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ীই পরীক্ষা নেয়া হবে। তিনি হরতালের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে পরীক্ষা নেয়া হবে। যদি কেউ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন, তাহলে তার দায়দায়িত্ব যারা বোমা মারবে, মানুষ খুন করবে— তাদেরই নিতে হবে।' দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করে মন্ত্রী আরও বলেন, 'সবাই সহযোগিতা করবেন, যাতে নিরাপদে পরীক্ষা নিতে পারি। আশা করি যারা হরতাল ডেকেছেন তারা তাদের ৩ মাসের অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা ও মানুষের মনোভাব দেখে তা থেকে শিক্ষা নেবেন। অন্ততপক্ষে পরীক্ষার সময়সূচি দেখে হরতাল দেবেন।

এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। গত বছর পরীক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ৪১ হাজার ৩৭৪ জন। এবার ৬৭ হাজার ৪৯০ জন পরীক্ষার্থী কমেছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবারের পরীক্ষার্থীরা ২০১৩ সালে এসএসসি পাস করেছে। ওই বছর পাসের হার কম ছিল। আবার ২০১৪ সালে এইচএসসি পাসের হার বেশি ছিল। ফলে ফেল করা শিক্ষার্থী এবার পুনঃপরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে কম। এই ব্যাচটি অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম সমাপনী পরীক্ষা দেয়। সেখানে একটি ফাঁকিনি হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া সৃজনশীল প্রশ্নে বেশির ভাগ পরীক্ষা হওয়ার কারণেও এটা হতে পারে। মূলত এই চার কারণে গত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থী কম মনে হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হবে। আমরা এজন্য এবার সময়মতো পরীক্ষা নিতে চাই কারণ এই রুটিনেই ৭২ দিন লাগবে। কিন্তু কেবল ছুটির দিনে নিতে গেলে পরীক্ষা শেষ হতে ৬ মাস লাগবে। বাকিরা ১ বছরের সেশনজটে পড়বে। এইচএসসির ছেলেমেয়েরা এসএসসির তুলনায় পরিণত। তাদের বেশির ভাগের বয়স ১৮ বছরের বেশি। তাই তারা পরিস্থিতি বুঝবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে আমরা অত্যন্ত কঠোর। প্রশ্ন প্রণয়নসহ ছাপা, পরিবহন ও অন্যান্য কাজে জড়িতরা গোয়েন্দা নজরদারিতে আছে। কোচিং সেন্টারগুলো নজরদারির মধ্যে রয়েছে। আর পরীক্ষার সময় কেন্দ্রের আশপাশে ফটোকপির দোকান বন্ধ থাকবে। ফেসবুকও নজরদারিতে রয়েছে। এই কাজে আমাদের সবগুলো এজেন্সি তৎপর থাকবে, ধরতে পারলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।'

জানা গেছে, দুই বছর আগে মোট ১০ লাখ ৭১ হাজার ২৯২ জন নিবন্ধন করে বোর্ডে। কিন্তু এদের মধ্যে ৮ লাখ ৬০ হাজার ৯৯৯ জন এবার এইচএসসি পরীক্ষায় বসছে। ফলে ঝরে পড়ল ২ লাখ ১০ হাজার ২৯৩ জন। এছাড়া গত বছরের ফেল করা, অনিয়মিত, মান উন্নয়ন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রয়েছে আরও ২ লাখ ১৩ হাজার। সব মিলিয়ে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে পরীক্ষায়। এদের মধ্যে ছাত্র ৫ লাখ ৭০ হাজার ৯৯৩ ও ছাত্রী ৫ লাখ ২ হাজার ৮৯১ জন। মোট ২ হাজার ৪১৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। দেশের বাইরে নতুন দুটিসহ মোট ৭টি কেন্দ্রে ২৪১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। সময়সূচি অনুযায়ী, তত্ত্বীয় (লিখিত) পরীক্ষা শেষ হবে ১১ জুন। ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৩ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ২২ জুন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব স্বপন কুমার সরকার, যুগ্মসচিব জাকির হোসেন ভূঁইয়া, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিক, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ছায়েফউল্লাহ, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দসহ অন্যান্য বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ : মন্ত্রী জানান, পরীক্ষা উপলক্ষে বিভিন্ন বোর্ডে একটি করে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' খোলা হয়েছে। এ কক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে সারা দেশের এইচএসসি ও সমমানের সব পরীক্ষা তদারকি করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৭২২ নম্বর কক্ষে এ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ফোন নম্বর ৯৫৪৯৩৯৬। মোবাইল নম্বর-০১৭৭৭-৭০৭৭০৫, ০১৭৭৭-৭০৭৭০৬।